ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

টেলিটকের 3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবার পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার এর

শুভ উদ্বোধন

INAUGURAL CEREMONY

Commercial Testing of 3G Technology using Teletalk mobile network

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন ১৪ জুন, ১৯৭৫

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৯ আশ্বিন ১৪১৯
১৪ অক্টোবর ২০১২

বাণী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক বাংলাদেশে 3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবার পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি চলমান প্রক্রিয়া। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আমি আশা করি, মোবাইল ফোনে নতুন প্রযুক্তি 3G ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট, ভিডিওকল, টেলিভিশন দেখাসহ নানাবিধ সুবিধা জনগণের কাছে সহজলভ্য হবে। আমার বিশ্বাস কম্পিউটার প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের যথার্থ ব্যবহার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞান মনস্ক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি বাংলাদেশে 3G প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে 3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবা বাণিজ্যিক চালুকরণের মাহেন্দ্রক্ষণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিটিসিএল এর ফিক্সড ফোনের ক্ষেত্রে এক দেশ এক রেট এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিনা চার্জে সংযোগ প্রদান দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পার্বত্য জেলাসমূহের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অবহেলিত এ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করা হয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের বিশাল জনগণের মধ্যে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রবর্তনে WiMAX চালু করা হয়েছে এবং মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রর্বতনের জন্য 3G লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে। বৃটিশ আমলের পোস্ট অফিস আইনের সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে ফলে পোস্টাল সার্ভিসের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। বিটিআরসির আইনের ধারাগুলোও যুগোপযোগী করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টেলিফোন শিল্প সংস্থায় মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ কম্পিউটার উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড কর্তৃক দেশেই উন্নত মানের অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদিত হচ্ছে। অচিরেই নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। Fiber to home এর আওতায় ঘরে ঘরে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে 3G প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা জনজীবনে তথ্য ও টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্কালে বিশ্বের বুকে আধুনিক বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নির্বাচনী ইশতিহারে প্রকাশ করে জাতিকে যে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছেন, জাতি আজ তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন পূরণে ব্রতী হয়েছে। জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সবাই আজ একসাথে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত নিরলস প্রচেষ্টা করে যাবে বলে আমি আশা রাখি।

3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবা দেশের তথ্য প্রযুক্তির জগতে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধন করবে বলে আশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি

ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার উষালগ্নে শস্য-শ্যামল এই মায়াময় দেশকে সোনার মানুষে ভরা সোনার বাংলা হিসেবে গড়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। এই অগ্রযাত্রায় গতি সঞ্চালনের স্বার্থে তিনি দেশের অন্যতম অবহেলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দূর্গম বেতবুনিয়ায় ১৯৭৫ সনের ১৪ জুন একটি উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এই উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের আত্মিক ও তাত্ত্বিক যোগাযোগের এক সুদূরপ্রসারী ভিত্তি রচিত হয়। মূলতঃ বহির্বার খোলার এই যুগান্তকারী সংযোগের মধ্য দিয়ে সেদিন সবার অলক্ষ্যে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়কে আরোহনের সম্ভাবনায় স্বপ্ন-রথ রচিত হয়। ডিজিটালের প্রাণশক্তি হচ্ছে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প সফলায়নে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেশবাসীর জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ ও কর্মদীপ্ত মনন।

১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্যোগে বাংলাদেশ আইটিইউ এর সদস্যপদ লাভ করে। অতঃপর দীর্ঘ সময় পরিক্রমণের পর বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সময়োচিত পদক্ষেপে বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক সংস্থায় ২০১১-২০১৪ মেয়াদে কাউন্সিল সদস্যপদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে।

বিদ্যার্থী, বিদ্যানুরাগী ও পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের দেশবাসীর জন্য আধুনিক জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চালনের সহায়ক ল্যাপটপ সহজলভ্য করার মহতি অভিপ্রায়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন টেলিফোন শিল্প সংস্থা দেশীয় প্রযুক্তিবিদদের কারিগরি নৈপূণ্যে নিজস্ব কারখানায় পৃথক চার ধরনের সুলভ ল্যাপটপ দোয়েল প্রস্তুত করে জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে গৌরবোজ্জ্বল সফলতা অর্জন করে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখতে মোবাইল টেলিফোন বহুল ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময়ে মোবাইল এর মাধ্যমে দ্রততম সময়ের মধ্যে ব্রাউজিং, ডাউনলোড কিংবা ভিডিও কলের সুবিধা করতে পারলে স্বল্পতম সময়ে দেশবাসী ডিজিটাল বাংলাদেশে এর সুফল পাবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে টেলিটক স্বল্পতম সময়ের মধ্যে 3G প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। এই প্রযুক্তি মোবাইলের মাধ্যমে টেলিটক উচ্চগতিসম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড, মোবাইল টেলিভিশন, ভিডিও টেলিফোনি ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

সাবমেরিন ক্যাবলের সংযোগ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে অবাধ প্রবেশ নিরবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সাবমেরিন ক্যাবলের Bandwidth ক্যাপাসিটি 44.6 Gbps (গিগাবাইট পার সেকেন্ড) থেকে 165 Gbps এ উন্নীত করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে (SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়াম) ২০১১ সালের ২৮ ডিসেম্বর একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। বর্তমানে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের মধ্যে তৈরী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

আইসিটি এর মূল চালিকা শক্তি হল দ্রুত গতির ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা তথা ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক এর জন্য অপরিহার্য উপদান হলো অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেডে বিগত ২০১০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরীর প্লান্ট স্থাপন করে যা জুলাই, ২০১১ থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে।

জানুয়ারী/২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০১২ সময়কালে বিটিআরসি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ১০২৬টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। তন্মধ্যে অতি সম্প্রতি ICX, IGW, and IIG এর মোট ৭৮টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। তাছাড়া ১৫৩টি কল সেন্টারের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এর মধ্যে ৫৫টি আন্তর্জাতিক এবং ১৭টি লোকাল কল সেন্টার চালু রয়েছে। কল সেন্টার গুলোতে প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে।

The Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment), Act 2009, ব্রডব্যান্ড পলিসি-২০০৯, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন-২০১০, The Post Office (Amendment) Act-2010, ILDTS Policy-2010, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা-২০১১ প্রণীত হয়েছে।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম চালু করার জন্য Consultancy চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম চালু হলে Advance Communications and broadcasting access দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সরাসরি স্যাটেলাইট সেবা, শহরের জনগণের জন্য কর্পোরেট যোগাযোগ সুবিধাসহ অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগের অভূতপূর্ব সুবিধা প্রদান করা হবে।

টেলিটকসহ বিভিন্ন অপারেটর ৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় মোবাইল ফোন সার্ভিস চালু করে। উল্লেখ্য যে, টেলিটক-ই প্রথম পার্বত্য জেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করে। ইন্টারনেট সুবিধা দেশের সকল উপজেলার মোবাইল ফোনের গ্রাহকগণের নিকট সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে সমগ্র দেশ ইন্টারনেট সুবিধাসহ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসে।

ইন্টারনেট ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক এক্সপানশন প্রকল্পের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড সেবা ৭টি বিভাগ, ৪৬টি জেলা ও ৫৬টি উপজেলায় বিস্তৃত করা হয়। প্রায় ১৪৫০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। IP Based বিভিন্ন সেবা গ্রাহকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য ৭২টি নোডে মোট ৫০,০০০ পোর্ট ক্ষমতা সম্পন্ন ADSL Based Access Network স্থাপন করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে ১০৮টি ইউনিয়ন পরিষদকে অপটিক্যাল ফাইবার লিংক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে তা বিস্তৃত করা হবে।

ডাক অধিদপ্তরের গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোস্ট (জিইপি) সার্ভিস সকল উপজেলায় চালু করা হয়েছে। জুলাই, ২০১১ হতে সারাদেশের উল্লেখযোগ্য ৫৯৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশকার্ড কার্যক্রম চালু হয়েছে। দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সদরসহ মোট ২৭৫০টি পোস্ট অফিসে ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস (মোবাইল মানি অর্ডার) চালু করা হয়েছে। এতে গ্রাহকগণ ৫ মিনিটের কম সময়ে প্রেরিত টাকা পেয়ে থাকেন।

ডিসেম্বর/২০০৮ এ মোবাইল ও পিএসটিএন গ্রাহক সংখ্যা ৩৯ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট/২০১২ এ ৯৬.৫৫ মিলিয়ন এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ০.৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুলাই/২০১২ এ ২৯.০৪ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। আগস্ট/২০১২ পর্যন্ত টেলিডেনসিটি ৩২% হতে ৬২% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ১.০৩% হতে ১৮.৮৫% এ উন্নীত হয়েছে। ডিসেম্বর/২০০৮ মাসে যেখানে প্রতি Mbps Bandwidth চার্জ ২৭,০০০/- টাকা ছিল তা কমিয়ে বর্তমানে ৮,০০০/- টাকা করা হয়েছে। ফলে বিগত প্রায় ৪ বছরে সাবমেরিন ক্যাবলের Bandwidth এর ব্যবহার 7.4 Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে 30 Gbps অতিক্রম করেছে। টেলিকম সেক্টরের আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য টেশিস কর্তৃক কলার আইডি ডিজিটাল টেলিফোন সেট, কর্ডলেস টেলিফোন সেট, স্টেনো কলার আইডি টেলিফোন সেট, মোবাইল ব্যাটারি, মোবাইল ব্যাটারি চার্জার, সিংগেল-ফেজ, থ্রি-ফেজ, প্রি-পেইড ইলেকট্রিক মিটার সংযোজন/ উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ আশ্বিন ১৪১৯
১৪ অক্টোবর ২০১২

বাণী

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড 3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবার পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার ১৪ অক্টোবর ২০১২ উদ্বোধন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর মধ্য দিয়ে দেশের টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক সূচিত হলো। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার পথে দেশ আরেক ধাপ এগিয়ে গেল।

এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট, ভিডিও কল ও টেলিভিশন দেখাসহ নানাবিধ সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। দেশের ৯৯ ভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি খাতকে আমরা তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় এনেছি। এর ফলে পল্লী অঞ্চলের জনগণও দ্রুত, সহজে ও স্বল্পব্যয়ে বিভিন্নমুখী সেবা পাচ্ছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে।

আমি আশা করি, 3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবার প্রচলন তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর যাবতীয় কার্যক্রম ও সেবাকে আরও দ্রুত ও সহজ করবে। প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাবে। ২০২১ সালের অনেক আগেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

আমি বাংলাদেশে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তি ব্যবহারের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভিশন ২০২১ সফল করার পথে 3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবার পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আজ খুবই আনন্দিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা। যার বাস্তবায়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ সকল কর্মসূচীকে আরো বেগবান করার প্রয়াসে 3G প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিটিআরসি, বিটিসিএল, টেলিটক ও সাবমেরিন ক্যাবলসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের আধুনিকায়নের মধ্যদিয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন অবাধ তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থা অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। উচ্চগতি সম্পন্ন Wireless 3G প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহার এর মধ্য দিয়ে দেশের আভ্যন্তরীন মোবাইল তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো গতিশীল ও আধুনিক হয়ে উঠবে। বহির্বিশ্বের সাথে দ্রুতগতির তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে অচিরেই বাংলাদেশ আন্তঃমহাদেশীয় সাবমেরিন ক্যাবল ব্যবস্থায় আরো নতুন সংযোগ স্থাপন করতে যাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ প্রথম নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করছে। Fiber to Home এর আওতায় ঘরে ঘরে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়া হবে। Wireless Highspeed Data Network/Mobile Broadband এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুতগতির Internet সেবা পৌঁছে দেয়া হবে।

২০২১ সালের মধ্যেই আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতি উচ্চগতিসম্পন্ন তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হবে। ফলে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ কেন্দ্র হতে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মসম্পাদন কেন্দ্রে তাৎক্ষনিক পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে সরকারের যাবতীয় কার্যাবলী অতি দ্রুত বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সম্ভব হবে এবং বাস্তবায়ন স্থল হতেও অনুরূপভাবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ দ্রুততার সাথে করা যাবে।

টেলিটকসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল অবকাঠামো তৈরীতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

সুনীল কান্তি বোস

ডিজিটাল বাংলাদেশঃ এগিয়ে চলছে টেলিটক

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করার পর থেকেই অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যআয়ের দেশ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে আহবান জানিয়েছেন তাতে সাড়া দিয়ে টেলিটক অত্যন্ত দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল, চাকুরীর আবেদন, ঘরে বসে প্রবেশপত্র প্রাপ্তি, আঁখ চাষীদের মধ্যে ই-পূর্জি, জেলা তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে এসএমএস ও অনলাইনে সেবা গ্রহণ ইত্যাদি টেলিটক অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে পরিচালিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

শুরু থেকে মানসম্মত ভয়েজ সার্ভিস/ভয়েজ মেইল এবং Value added services প্রদানের মাধ্যমে টেলিটক মোবাইল সেক্টরে একটি মূখ্য ভূমিকা রেখেছে। অন্যান্য কোম্পানীগুলোর ট্যারিফ (Call Rate) নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও টেলিটক বিশেষ অবদান রেখেছে। টেলিটক এর প্রধান সফলতাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- টেলিটক মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে প্রথম এর গ্রাহকদের Free Incoming সুবিধা দিয়েছে।
- টেলিটক-ই প্রথম বিটিটিবি সংযোজন সুবিধা দিতে সক্ষম হয়েছে।
- টেলিটক-ই প্রথম ISD এবং EISD সুবিধা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।
- টেলিটক-ই প্রথম Single Zone Country wide Network চালু করে।

টেলিটকের VAS সার্ভিস সমূহ:

১) শিক্ষা সম্পর্কিত সেবাসমূহ ঃ

১.১. ১০টি শিক্ষাবোর্ড সম্পর্কিত সেবাসমূহ ঃ সকল বোর্ড সমূহের ফলাফল সংরক্ষণ এবং রক্ষনাবেক্ষণ। প্রাইমারী সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণী ও জুনিয়র দাখিল পরীক্ষাসহ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল এসএমএস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ, পরীক্ষার খাতা পূনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ।

১.২. বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কিত সেবাসমূহ ঃ অন-লাইন এবং এসএমএস এর মাধ্যমে প্রায় ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন ও ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩. সকল সরকারী এবং বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি সম্পর্কিত সেবাসমূহ ঃ অন-লাইন এবং এসএমএস এর মাধ্যমে প্রায় ২১টি সরকারী এবং ৪৯টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ সমূহের আবেদন ও ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অন-লাইনে প্রবেশ পত্র বিতরণ, এসএমএস এর মাধ্যমে আসন বিন্যাস এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। অন-লাইনে সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীর ছবি ও স্বাক্ষর সম্বলিত হাজিরা খাতা বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১.৪. কলেজ ভর্তি সম্পর্কিত সেবাসমূহ ঃ শুধুমাত্র এসএমএস এর মাধ্যমে প্রায় ২৯টি কলেজের আবেদন ও ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৫. কারিগরী শিক্ষা ভর্তি সম্পর্কিত সেবাসমূহ ঃ ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল-এর অর্ন্তভূক্ত ৬টি প্রতিষ্ঠানে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে এবং ৪৯টি সরকারী পলিটেকনিকেল কলেজে শুধুমাত্র এসএমএস এর মাধ্যমে ভর্তি আবেদন ও ভর্তি ফি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

২) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবাসমূহ ঃ এসএমএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রসূতি মাতাদের সেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এসএমএস এর মাধ্যমে মেডিকেল সম্পর্কিত বিভিন্ন সূচক ও তথ্য জানার সুযোগ রয়েছে।

৩) অনলাইনে চাকুরীর দরখাস্ত করণ সেবাসমূহ ঃ

ক. অন-লাইনে বেসকরকারী শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA) পরীক্ষার জন্য প্রায় ৩ লক্ষের অধিক আবেদন গ্রহণ এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. এসএমএস এর মাধ্যমে জনশক্তি ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিএমইটি-এর রেজিষ্ট্রেশন, বাংলাদেশ আর্মি-এর কমিশন পদে আবেদন ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. বিভিন্ন ব্যাংক-এর কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য অন-লাইনে আবেদন গ্রহণ এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অন-লাইনে প্রবেশ পত্র বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনলাইন এবং এসএমএস এর মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ আবেদন ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪) জেলা ই-সেবা ঃ জেলা ই-সেবার আওতায় সকল অপারেটরের গ্রাহকগণ নিজ নিজ জেলার সকল বিভাগ, দপ্তর সমূহের সংশ্লিষ্ট তথ্য জানতে পারেন। এ বিষয়ে জেলা সেবা তথ্য প্রদানে কারিগরী সহায়তাকারী টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড।

৫) ইউটিলিটি বিল পে ঃ শের-এ বাংলা নগর, ঢাকা অবস্থিত বিটিসিএল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর বিল USSD-এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের সর্বত্র এই সেবা প্রদান করার পরিকল্পনা আছে।

৬) এসএমএস ভোটিং ঃ টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এসএমএস এর মাধ্যমে সুন্দরবনকে সপ্তাশ্চার্য নির্বাচনে এসএমএস ভোটিং গেটওয়ে তৈরী করেছে।